রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

চোখের বালি : পুনর্বীক্ষণ

সম্পাদনা

সংহিতা সিন্‌হা

রত্নাবলী

৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট ❖ কলকাতা ৭০০ ০০৯

RABINDRANATH THAKURER CHOKHER BALI : PUNARBIKSAN
Some Critical Analysis of Rabindranath's Novel *Chokher Bali*
Edited By : [redacted] Sanhita Sinha

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৪২৫/জুন ২০১৮

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন : ৯৮৩০২০০৫৮৯/৭৬৮৬০৪০১৬৮
E-mail : purabi_ratnabali47@yahoo.com

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের [গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি] মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

মুদ্রক
কালার ইণ্ডিয়া
১/১বি, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ শিল্পী
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর ❑ ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ দূরভাষ : ৬৫১৬-৬৬৯৫
সুপ্রিম বুক ডিস্ট্রিবিউটরস্ ❑ ১০/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ দূরভাষ : ২২১৯০৮১৮
প্রজ্ঞাবিকাশ ❑ ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ দূরভাষ : ৯৮৩০৮৪৯৩৪৮
নিউ বইপত্র ❑ ৭৭, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯ দূরভাষ : ৯০০৭১৩০৫৮১

ISBN : 978–93–81329–69–6

₹ ২০০.০০

সূচিপত্র

রোমান্স বনাম উপন্যাস : বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ ❑ উত্তম পুরকাইত ❑ ৯

'চোখের বালি'র আধুনিকতা ও পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে তার প্রভাব ❑ সমরেশ মজুমদার ❑ ৩০

চোখের বালি : 'আঁতের কথা' বনাম সামাজিক প্রেক্ষাপট ❑ রুচিরা চক্রবর্তী ❑ ৪২

'চোখের বালি'— মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের প্রথম বাংলা শিল্পিত রূপ ❑ চৈতালী ব্রহ্ম ❑ ৫২

'চোখের বালি' উপন্যাসের নামকরণ ❑ সংহিতা সিন্‌হা ❑ ৬৫

'চোখের বালি' : কয়েকটি চিঠি ও কৌশলী কথাকার ❑ নির্মাল্য মণ্ডল ❑ ৭১

'চোখের বালি' : প্রসঙ্গ প্রেম-মনস্তত্ত্ব ❑ স্বপন কুমার আশ ❑ ৮৮

'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনী : আত্মপরিচয় নির্মাণ ❑ চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ১০১

'চোখের বালি' : উপন্যাসের সিদ্ধি ও মহেন্দ্র চরিত্র ❑ শুভময় ঘোষ ❑ ১০৮

'বিহারী'—পুরুষকারের নতুন সংজ্ঞা ❑ দেবযানী সেনগুপ্ত ❑ ১২৬

'সরলা' আশালতা : উপন্যাসের জটিলতার উৎসভূমি ❑ গার্গী সরকার ❑ ১৩৩

মাতৃত্বের দুই রূপ— রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা ❑ সুরজিৎ বসু ❑ ১৪৪

'চোখের বালি' : পরিণতি প্রসঙ্গ ❑ জয় দাস ❑ ১৫৩

'চোখের বালি' : উপন্যাসের ভাষাশৈলী ❑ লিপিকা সাহা ❑ ১৬১

এক সাধারণ পাঠক তথা দর্শকের কলমে ❑ দীপান্বিতা ঘোষ মুখোপাধ্যায় ❑ ১৮৮

মূল উপন্যাস ❑ ১৯৩

‘চোখের বালি’ উপন্যাসে বিনোদিনী : আত্মপরিচয় নির্মাণ

চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

‘চোখের বালি’ উপন্যাস শুরু হচ্ছে “বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষ্মীব কাছে আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িল”— বাল্যসখীর ছেলের সঙ্গে বিধবার সুন্দরী বিদুষী মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য। শব্দটা খেয়াল করার ‘ধন্না’ দিয়ে পড়ল। বিয়েটা কিন্তু হয়নি— বিয়ে করবো বলেও শেষ মুহূর্তে মহেন্দ্র বলে বসল, “না মা, আমি কিছুতেই পারিব না।” বিনোদিনীর বিধবা মা বাধ্য হয়েছিল গ্রামের এক অসুস্থ ‘বর্বর বানরের’ হাতে বিনোদিনীকে তুলে দিতে। সারা উপন্যাস জুড়ে বিনোদিনী শুধু তার যোগ্যতাই প্রমাণ করে গেছে— ইতিবাচকতায়, কখনও-বা প্রচণ্ড প্রতিশোধস্পৃহা-ঈর্ষায় নিজের জীবনের বদলে যাবার ক্ষতিপূরণ চেয়েছে। যে মেয়ের জন্য হরিমতি রাজলক্ষ্মীর কাছে ধন্না দিয়েছিল, মেয়েটি তার সময়ের তুলনায় একটু আলাদা ছিল— তার বাবার মানসিকতাই হয়তো এজন্য দায়ী। হরিমতির স্বামীর জাগতিক সম্পদ ছিল না, কিন্তু সচেতন সংবেদনশীল মন ছিল— “মিশনারী মেম রাখিয়া বহু যত্নে পড়াশুনা ও কারুকার্য শিখাইয়াছিল” মেয়েকে। সেকালে প্রচলিত বিয়ের বয়স নিয়েও বিশেষ মাথা ঘামায়নি— তার মূল্য অবশ্য মেয়েটিকে দিতে হয়, বাবার মৃত্যুর পর— বিধবা মা পাত্র খুঁজে অস্থির, ‘টাকাকড়িও নাই, কন্যার বয়সও অধিক।’ বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই বিনোদিনীর স্বামীর মৃত্যু এবং তারপর বারাসতের গ্রামে নির্বাসিত জীবন যাপন। সেই নিঃসঙ্গ সম্বলহীন বিনোদিনী ‘আশ্রয় দিল এবং আশ্রয় পেল’ অভিমানে আত্মনির্বাসিত রাজলক্ষ্মীর কাছে। শুধু রাজলক্ষ্মী নয়, বিহারীও বিনোদিনীর কাছে যে-আতিথ্য পেল, তা প্রচলিত পল্লিগ্রামের আতিথ্যের থেকে আলাদা। বিনোদিনী যখন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কলকাতায় আসছে, আশা বিস্মিত। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে তার অনায়াস নিঃসংকোচ ব্যবহার, ‘আশা দেখিল, বিনোদিনী সর্বপ্রকার গৃহকর্মে সুনিপুণ— প্রভুত্ব যেন তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ, স্বভাবসিদ্ধ।’ সেই বিনোদিনী আশার বন্ধুত্ব চাইল আর সম্পর্ক পাতালো ‘চোখের বালি’, একটি আদরের গালি। স্বভাবতই বিনোদিনী বড়ো স্বতন্ত্র একটি চরিত্র বাংলা সাহিত্যে, রবীন্দ্র ভাবনায়।

১৮৯১-তে লেখা ‘ছিন্নপত্র’র ৩০ নম্বর চিঠিতে, ছেলেতে মেয়েতে মেশানো ‘ভারি নতুন রকমের একটি মেয়ে’র কথা বলেছেন— আর এই নতুন রকমের ধরনটাও বেশ স্পষ্ট— বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ, নিঃসংকোচ এবং খানিকটা অলজ্জ। নারী শুধু সমাজ নির্ধারিত ‘নারী’ মাত্র নয়— গোটা মানুষের খোঁজ রবীন্দ্র ভাবনায়। এই চিঠির দু-বছর পরে এই মেয়েটির আদলেই তৈরি হচ্ছে ‘সমাপ্তি’ গল্পের মৃন্ময়ী। মেয়ে দেখতে গিয়ে আধুনিক শিক্ষিত যুবক অপূর্বকৃষ্ণ কিন্তু মায়ের পছন্দ করা খোঁপায় রাংতা জড়ানো রঙিন কাপড়ে মোড়া ‘জড়পুত্তলি’র পরিবর্তে অমার্জিত দুষ্টু মেয়েটিকেই পছন্দ করছে। বিনোদিনী মৃন্ময়ী

বিনোদিনীর পূজাকে সে কোনমতেই অপমান করিতে পারিল না।' (পৃ. ২২৬) বিহারী তাকে সম্পর্কের স্বীকৃতি দিচ্ছে, বিয়ে করতে চাইছে— দয়া নয়, ভালোবেসে শ্রদ্ধায়। প্রথম যখন বিহারীর কাছে গিয়েছিল বিনোদিনী, রূঢ় প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও সে আশ্রয় চেয়েছিল তার শ্রদ্ধায় নির্ভরতায়। বিহারী তাকে বিয়ে করতে চাইলেও এখানেও বিনোদিনীই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে— সে শুধু বিহারীর স্বীকৃতিটুকুই পেতে চেয়েছে। 'বিনোদিনী' চরিত্রটি প্রথম থেকেই প্রচলিত সংস্কার বিশ্বাসে ঘা দিয়েই ক্রমশ পরিণতি পেয়েছে ; তবুও জীবন অভিজ্ঞতা, নিজস্ব সংস্কার, বিশ্বাস এবং যাপন-সংগ্রামে মনে হয়েছে সমাজে সে নিন্দিত, কোনো স্বীকৃতি তার নেই— তাকে বিয়ে করলে অত্যন্ত শ্রদ্ধার প্রিয় মানুষটিও সমাজে নিজের সম্মানের জায়গা থেকে হয়তো-বা সরে যাবে। তাকে ভালোবেসে শ্রদ্ধা করেই জীবনের পরম চাওয়াকে ফিরিয়ে দিচ্ছে 'বিলাসিনী' বিনোদিনী। বিহারীর দুটি সংলাপ 'বিবাহ' প্রসঙ্গে, (১) 'আমি তোমাকে ভালোবাসি বলিয়া, শ্রদ্ধা করি বলিয়া,' (২) 'কিন্তু বিনোদিনী আমি তোমাকে ভালোবাসি' (পৃ. ২২৭)— বিনোদিনীর জীবনের পরম প্রাপ্তি।

খসড়া খাতার বড়ো গল্পটির নাম ছিল বিনোদিনী— 'চোখের বালি' হয়ে ওঠা উপন্যাসের প্রতিটি গ্রন্থিবন্ধন এবং গ্রন্থিমোচনের চাবিকাঠি বোধহয় বিনোদিনীরই হাতে। পাশ্চাত্য সাহিত্য রীতি মতে এটি 'বিল্ডুংস্‌রোমান' উপন্যাস, কিন্তু বিনোদিনীর গোটা মানুষের স্বীকৃতি লাভের লড়াইয়ে অতি আধুনিক 'female bildungsroman'-র প্রচলিত জনপ্রিয় তকমার সীমিত পরিসরে তাকে আর রাখতে চাইনি— হয়ে উঠতে চাওয়ার লম্বা পাড়ির পথরেখাটিই ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে বিনোদিনীকে নিয়ে ভাবতে বসে। 'চোখের বালি' পাতানো সামাজিক অনুশাসনে প্রায় অচ্ছুত একটি মেয়ের তীব্র জীবন আকাঙ্ক্ষার নাম বিনোদিনী।

তথ্যসূত্র :

১. উপন্যাসের সমস্ত উদ্ধৃতি 'চোখের বালি', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-শ্রাবণ ১৪০৫ থেকে নেওয়া হয়েছে।